তারিখ: 2 JUL 2008
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

যুগান্তর

সাতাশ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের দশটিতেই উপাচার্য নেই

যুগান্তর রিপোর্ট

উপাচার্য নিয়োগে বিলম্বের কারণে দেশের তিনটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি অস্থিতিশীল হয়ে উঠেছে। কোথাও শিক্ষার্থী বা শিক্ষক আবার কোথাও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা পর্যন্ত নানা কর্মসূচি পালন করছেন। দেশে বর্তমানে ২৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নেই। এগুলো হচ্ছে— ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ডুয়েট), হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (রুয়েট), যশোর প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (যুয়েট), ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। ১০টির মধ্যে প্রথম ৭টিতে উপাচার্য নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। সে অনুযায়ী উপাচার্য হতে আগ্রহ প্রকাশকারীদের মধ্য থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের

ক্যাম্পাসগুলোর পরিস্থিতি অস্থিতিশীল হয়ে উঠেছে

জন্য শিগগিরই উপাচার্য প্যানেল প্রকাশিত হবে। উপাচার্য প্যানেল চান্সেলরের কাছে পাঠানো হয়েছে। জানা গেছে, ৯ জুনের সার্চ কমিটির (উপাচার্য নিয়োগ প্রস্তুতি) সভায় ডুয়েটের জন্য তিনজনের একটি প্যানেল গঠন করা হয়। পরে ১৬ জুন আরেক সভায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যও প্যানেল তৈরি করে সার্চ কমিটি। নিয়মানুযায়ী সার্চ কমিটি সুপারিশের পর চান্সেলর একজনকে নিয়োগের নির্দেশ দেবেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত এ ব্যাপারে নির্দেশ পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে অতি গোপনে মনোনীত শিক্ষকদের নাম উপাচার্য প্যানেলে অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তা প্রকাশ হয়ে পড়ায় এ নিয়েও নানা জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে রটেছে, প্যানেলে যে তিনজনকে রাখা হয়েছে, তারা সবাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের। একজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের, একজন মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ এবং তৃতীয় জন ইতিহাস বিভাগের। শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকার দু'জন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং নেই : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৮

নেই : উপাচার্য

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

একজন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের।

সংশ্লিষ্টরা জানান, এসব কারণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছড়িয়ে পড়ছে অসহিষ্ণুতা, অস্থিরতা ও উত্তেজনা। শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীরা চাচ্ছেন ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্য থেকেই উপাচার্য করা হোক। এ দাবিতে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে কর্মসূচি পালন করছেন। সর্বশেষ সোমবার শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ ক্যাম্পাসে মৌন মিছিল করে। পরে এক সমাবেশ থেকে তারা সরকারকে তিনদিনের আলটিমেটাম দেন। অন্যথায় শিক্ষকরা সব প্রশাসনিক পদ থেকে একযোগে পদত্যাগ করবেন।

নাম প্রকাশ না করে একাধিক কর্মকর্তা জানান, সার্চ কমিটির সভার পরের দিন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য পুলিশ পাহারায় ক্যাম্পাসে আসেন। প্যানেলে তার না থাকার বিষয়টি ছড়িয়ে পড়ার পর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অনেকটা খোশ মেজাজে ছিলেন। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-বিধিবিধান উপেক্ষা করে বিভিন্ন ধরনের বদলিসহ নানা কার্যক্রম পরিচালনার কারণে অনেকেই তার ওপর ক্ষিপ্ত ছিলেন। নাম প্রকাশ না করে একজন সিন্ডিকেট সদস্য জানান, রোববার রাতে অনুষ্ঠিত সভায় বিতর্কিত অনেক এজেন্ডা উত্থাপন করা হয়েছিল। তবে সদস্যদের হস্তক্ষেপে সেগুলো বাস্তবায়ন বা পাস করাতে পারেননি তিনি।

ডুয়েটেও চলছে একই অবস্থা। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্য থেকে উপাচার্য নিয়োগের দাবিতে তারাও মিছিল-সমাবেশ-অবস্থান ধর্মঘটসহ নানা কর্মসূচি পালন করছেন।